মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৭

(১)ছ'দিন পর হযরত ইসা আ. হযরত পিতর রা., হযরত ইয়াকুব রা. ও তার ভাই হযরত ইউহোন্না রা.কে সাথে নিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ে গেলেন। (২)তাদের সামনে তিনি রূপান্তরিত হলেন এবং তাঁর মুখ সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো। তাঁর জামাকাপড় চোখ ঝলসানো সাদা হয়ে গেলো। (৩)হঠাৎ করে সেখানে তাদের সামনে হযরত ইলিয়াস আ. ও হযরত মুসা আ. উপস্থিত হলেন। তারা তাঁর সাথে কথা বলছিলেন।

(৪)তখন হযরত পিতর রা. হযরত ইসা আ.কে বললেন, "হুজুর, ভালোই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি।

আপনি যদি চান, তাহলে আমি এখানে তিনটে কুঁড়েঘর তৈরি করি- একটি আপনার, একটি হযরত মুসা আ.এর ও একটি হযরত ইলিয়াস আ.র জন্য।" (৫)তিনি তখনো কথা বলছেন, এমন সময় একখন্ড উজ্জ্বল মেঘ এসে তাদের ঢেকে ফেললো; আর সেই মেঘ থেকে একথা শোনা গেলো, "এ-ই আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, এর ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এর কথা শোনো।"

(৬)একথা শুনে হাওয়ারিরা ভীষণ ভয় পেয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন। (৭)কিন্তু হযরত ইসা আ. এসে তাদের ছুঁয়ে বললেন, "ওঠো, ভয় করো না।"

(৮)তখন তারা ওপরের দিকে তাকিয়ে ইসাকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেলেন না। (৯)পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় হযরত ইসা আ. তাদের হুকুম

দিলেন, “তোমরা যা দেখলে, ইবনুল-ইনসান মৃত থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তা কাউকেই বলো না।”

(১০)হাওয়ারিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “আলিমরা কেনো বলেন, প্রথমে হযরত ইলিয়াস আ.কে আসতে হবে?” (১১)তিনি তাদের উত্তর দিলেন, “প্রথমে হযরত ইলিয়াস আ. এসে সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। (১২)কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, হযরত ইলিয়াস আ. এসেছিলেন, তবুও তারা তাকে চিনতে পারেনি এবং তারা তার প্রতি যা ইচ্ছা তাই করেছে। একইভাবে ইবনুল-ইনসানও তাদের হাতে কষ্টভোগ করবেন।” (১৩)তখন হাওয়ারিরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের কাছে হযরত ইয়াহিয়া নবির বিষয়ে বলছেন।

(১৪)অতঃপর তারা যখন সমবেত লোকদের কাছে ফিরে এলেন, তখন এক লোক তাঁর সামনে এসে নতজানু হয়ে বললো, (১৫)“হুজুর, আমার ছেলেটির প্রতি রহম করুন। সে মৃগীরোগে খুব কষ্ট পাচ্ছে। প্রায়ই সে আগুন ও পানিতে পড়ে যায়। (১৬)আমি তাকে আপনার হাওয়ারিদের কাছে এনেছিলাম কিন্তু তারা তাকে সুস্থ করতে পারলেন না।”

(১৭)হযরত ইসা আ. বললেন, “অবিশ্বাসী ও বিপথগামীর দল! আর কতোদিন আমি তোমাদের সাথে থাকবো? আর কতোদিন তোমাদের সহ্য করবো? তাকে আমার কাছে আনো।” (১৮)তারপর হযরত ইসা আ. ভূতকে ধমক দিলে সে ছেলেটির ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলো এবং ছেলেটি তখনই সুস্থ হয়ে গেলো।

(১৯)অতঃপর হাওয়ারিরা গোপনে হযরত ইসা আ.র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা তাকে ছাড়াতে পারলাম না কেনো?” (২০)তিনি তাদের বললেন, “তোমাদের ইমান অল্প বলেই পারলে না। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, একটি

সরিষার মতো ইমান যদি তোমাদের থাকে, তাহলে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, ‘এখান থেকে সরে ওখানে যাও,’ আর তাতে তা সরে যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।”

(২১,২২)গালিলে একত্রিত হওয়ার সময় হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “ইবনুল-ইনসানকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। (২৩)তারা তাঁকে হত্যা করবে এবং তিন দিনের দিন তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।” এতে তারা খুবই দুঃখিত হলেন।

(২৪)অতঃপর তারা কফরনাহুমে এলে বায়তুল-মোকাদ্দসের কর আদায়কারীরা হযরত পিতর রা.-র কাছে এসে বললেন, “আপনাদের শিক্ষক কি বায়তুল-মোকাদ্দসের কর দেন না?” (২৫)তিনি বললেন, “হ্যাঁ, দেন।” হযরত পিতর রা. ঘরে ঢুকে কিছু বলার আগেই হযরত ইসা আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “সাফওয়ান, তুমি কী মনে করো? এই দুনিয়ার বাদশারা কাদের কাছ থেকে কর বা টোল আদায় করে থাকেন? নিজের সন্তানদের, নাকি অন্যদের কাছ থেকে?” (২৬)হযরত পিতর রা. বললেন, “অন্যদের কাছ থেকে।” তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “তাহলে সন্তানেরা তো স্বাধীন।

(২৭)তবুও আমরা যেনো তাদের জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করি। সেজন্য তুমি গিয়ে লেকে বড়শি ফেলো। তাতে প্রথমে যে-মাছটি উঠবে, সেটি ধরে তার মুখ খুললে তুমি একটি রুপার মুদ্রা পাবে; ওটা নিয়ে গিয়ে তোমার ও আমার কর হিসেবে তাদের দিয়ে এসো।”